যুগান্তর

তারিখ ... 12 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

অশান্ত ক্যাম্পাস

সামান্য কারণে পুনরায় অশান্ত হইয়া উঠিতেছে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের
ক্যাম্পাসগুলি। সন্ত্রাসীদের দখলে থাকা ১২টি হল দখলমুক্ত করিবার দাবিতে রবি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সহিত পুলিশের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়াসহ ভাংচু
ঘটনা ঘটিয়াছে। একই দিনে ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে আধিপত্য বিস্তারে
কেন্দ্র করিয়া ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে দফায় দফায়। উহা
উভয়পক্ষ ইন্সটিটিউট ও ছাত্রাবাসের কমপক্ষে ৫০টি কক্ষ ভাংচুর ও তছনছ করি
পরীক্ষা ভণ্ডুলসহ সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে আতংকের
পরিবেশ। হামলা-পাল্টাহামলায় উভয়পক্ষের অন্তত ৬০ জন আহত হইয়াছে। উ
পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ সকল ছাত্রাবাস বন্ধ ঘোষণা করিয়াছে অনির্দিষ্টকালের জন্য
ছাত্রাবাসগুলি খালি হইয়া গেলেও উভয়পক্ষের নেতাকর্মীরা মারমুখী অবস্থায় অব
করিতেছে ক্যাম্প্রাসের আশপাশে। কর্তৃপক্ষ ক্লাস ও পরীক্ষা চালাইয়া যাইবার সি
বহাল রাখিলেও উত্তেজনার মুখে যে কোন সময় উহা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।
সূত্রপাত রাতের বেলা আবদুল লতিফ হলের ডাইনিংয়ে জনৈক ছাত্রের আহারের
বসিবার তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া। শিবিরপন্থী বলিয়া কথিত ঐ ছাত্রকে বাহির
করিয়া দেয় ছাত্রলীগ কর্মীরা। পরে ঘটনার প্রতিবাদে শিবির নেতাকর্মীরা লাঠিসে
লইয়া হামলা চালায় ছাত্রাবাসে রাতের বেলা। অতঃপর অনিবার্য সংঘাত-সংঘর্ষ ছ
পড়ে দুই দলের সমর্থক ও নেতাকর্মীদের মধ্যে। উভয়পক্ষ পরস্পরকে দোষারো
করিয়া স্মারকলিপি দিয়াছে কলেজ অধ্যক্ষের বরাবরে। ক্যাম্পাসের ঘটনায় জড়ি
শাস্তি, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনসহ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনি
দাবি করিয়াছে উভয়পক্ষই। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের একাডেমিক কাউন্সিল
বৈঠকে মিলিত হইয়া তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করিয়াছে। বি
হঠাৎ করিয়া ছাত্রাবাসগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বিপাকে পড়িয়াছে সাধারণ ছাত্রর
কেননা ক্যাম্পাসে ক্লাসসহ বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষাও চলিতেছে। রাজধানীতে যাহাদে
আত্মীয়-স্বজন নাই অতঃপর তাহারা যাইবে কোথায়? এই সকলই বলিতে হয় পু
একঘেয়ে চিত্রের পুনরাবৃত্তি যেন। দেশে জরুরি অবস্থা বিরাজমান থাকা অবস্থায়
ধরনের ঘটনা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। দেশে-বিদেশে সর্বত্র যে
সময়ে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হইতেছে, তখন এই জাতীয় ঘট
প্রত্যাশিত নহে কোন অবস্থাতেই। নাগরিক অধিকার ও গণতন্ত্রকে সুরক্ষার নিমি
নির্বাচন ও রাজনৈতিক ভোটাধিকারের যখন বিকল্প নাই, তখন সকল পক্ষকেই স
ও সহনশীল হইয়া চলাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। জোট আমলে শিবির
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছিল। ক্ষমতার পালা বদলে
কিছুদিন চুপচাপ থাকলেও আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সন্ত্রাস ও
কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দেয় নাই এতটুকু। আলোচনার টেবিলে সমস্যা সমাধান না
এই ক্ষেত্রেও শিবির বাছিয়া লইয়াছে সন্ত্রাস-সংঘর্ষের পথ। ইহার পেছনে অন্য
মতলবও থাকিতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নির
ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন অবস্থাতেই
নির্বাচনী রোডম্যাপ বাধাগ্রস্ত বা ব্যাহত হইতে না পারে। ঢাকা পলিটেকনিক
ইন্সটিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ যে